দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 12 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

৫শ' কোটি টাকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পে নানা ত্রুটি ॥ অধিকাংশ স্কুলে শিক্ষকরা আসেন না

শরিফুজ্জামান পিন্টু

প্রায় পাঁচ শ' কোটি টাকার প্রাইমারী শিক্ষা প্রকল্পে নানা ত্রুটি ধরা পড়েছে। প্রকল্পভুক্ত সাড়ে আট হাজার প্রাইমারী স্কুলের অধিকাংশে শিক্ষকই সময়মতো স্কুলে আসেন না। এসব বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ। উন্নয়ন কাজে ম্যানেজিং কমিটির কোন সম্পৃক্ততা নেই। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের নিয়ন্ত্রণাধীন থানা ও জেলা কর্মকর্তারা নিজ নিজ এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকিতে কোন ভূমিকা পালন করছেন না। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সম্প্রতি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় প্রকল্প সম্পর্কে পেশ করা মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ সংস্কার শীর্ষক এ প্রকল্প সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করেছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর ও ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পূর্ত কার্যক্রম তদারকি করার ক্ষেত্রে শৈথিল্যের কারণে কোন কোন বিদ্যালয়ের পূর্ত কাজে ত্রুটি পাওয়া গেছে। এতে আরও বলা হয়, ভৌত সুবিধাদি নিশ্চিত করার পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থা ও মান উন্নয়নে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিবেদনে বলা হয়, সরেজমিন পরিদর্শনকালে দেখা গেছে যে, বেশিরভাগ স্কুলে সকাল দশটার আগে শিক্ষকরা হাজির হন না।

মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদ অথবা থানা পরিষদের কাছে হস্তান্তরের সুপারিশ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ ও এলজিইডি'র যেসব পূর্ত কাজে ত্রুটি পাওয়া গেছে সেগুলো জরিপ করে সারিয়ে দেয়ার কথা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।